বাংলা বিভাগ,6th Sem(Hons), (C-13), একালের গল্প।

বিষয় ঃ

" পুঁইমাচা "গল্পে ক্ষেন্তির চরিত্র বিশ্লেষণ।

Scanned with CamScanner

'পুঁইমাচা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ক্ষেন্তি। প্রকৃতির উন্মুক্ততায় তার বেড়ে ওঠা। ছোটবেলা থেকেই সে এপাড়া ওপাড়া করে ঘুরে বেড়ায়। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সেও সে এ পাড়া ওপাড়া করে ঘোড়ে। বাবা সহায়হরির এই গুণটা যেন ক্ষেন্তি লাভ করেছে। তাই মা অন্নপূর্ণা চিৎকার করে বলে ওঠে—"...ধাড়ী মেয়ে, বলে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া করে বেড়াতে। বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে। খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না?" এই খাওয়ার প্রতি লোভ ক্ষেন্তির একটু বেশি পরিমাণে ছিল। অনেকটা 'সাঁঝসকালের মা' গল্পের জটি ঠাকুরানীর ছেলে সাধন কান্দোরীর মতো।

একটু বেশি খেতে ভালোবাসা আর পাড়া বেড়ানো—এ দুটি বাদ দিলে আর সব গুণও ছিল তার ভালো। মায়ের তার প্রতি কটুক্তির কোনো জবাব দিত না সে। মা অন্নপূর্ণা তাকে কোনো রূঢ় কথা বললে, 'তার কোনো জবাব না দিয়ে শুধু ছলছল চোখে বসে থাকতো। তাই দোজবর পাত্র ক্ষেন্তির বিয়ের জন্য ঠিক হলে মায়ের একটাই চিন্তা—"ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?" কারণ তার মতো শান্ত-স্বভাশীল মেয়ে সংসারে মেলা ভার। দোষ বলতে গেলে সে শুধু একটু বেশি খেতে ভালোবাসে। অন্নপূর্ণা বলেছে—"ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজে কর্মে বকো, মারো, গাল দাও ; টু শব্দটি মুখে নেই, উঁচু কথা কখনো কেউ শোনে নি..."। অথচ এই ক্ষেন্তিকে নিয়েই তার ছিল সবচেয়ে বড় চিন্তা। কেননা স্বামী সহায়হরি সংসার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। এদিকে কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে আলোচনা হয়েছে সমাজ নাকি সহায় হরির পরিবারকে 'একঘরে' করে দেবে। কেউ তাদের জল স্পর্শ করবে না, কেউ তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না। কেননা মজুমদারের ছেলের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েও, আশীর্বাদ পর্ব চুকে গিয়েও বিয়ে ভেঙে যায়—পাত্র ভালো স্বভাবের নয় বলে। তাই সংসারে উদাসীন স্বামীর সমস্ত দায় যে অন্নপূর্ণার। তাই তার এত চিন্তা, এত ভয়। কারণ সমাজে থেকে, সমাজকে নিয়ে তাকেই যে চলতে হবে। তাই অন্নপূর্ণা স্বামীর উপর রেগে গিয়ে বলে ওঠে—"আমাদের হাতের ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হল না,—ও নাকি উচ্ছুগণ্ড করা মেয়ে—গাঁয়ের কোনো কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না—যা, ভালই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী বাগ্‌দী বাড়ী উঠে বসে দিন কাটাও।"

ক্ষেন্তির খাওয়ার প্রতি লোভ একটু বেশি। তাই বলে ভালো কিছু খাবার নয়। পুঁইশাকের চচ্চড়ী খেতে সে সব থেকে বেশি ভালোবাসে। তাই অবলীলাক্রমে রায়-কাকাদের বাগান থেকে ফেলে দেওয়া পুঁইশাক এবং গয়া খুড়ীর কাছ থেকে গোটাকতক চিংড়ি মাছ চেয়ে আনে। অন্নপূর্ণা ছোট মেয়ে রাধীকে বলে সেগুলো উঠোনের বাইরে ফেলে দিতে। কিন্তু মায়ের মন-মায়া-মমতায় ভরপুর তার হৃদয়। রাঁধতে রাঁধতে তার মনে পড়ে গত অরন্ধনের পূর্ব দিনে ক্ষেন্তির পুঁই শাক চচ্চড়ি—খাওয়ার আনন্দপূর্ণ দৃশ্য। এই পুঁইশাক চচ্চড়ি রান্নার সময় ক্ষেন্তি মাকে বলেছিল—"মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে

Scanned with CamScanner

তোমাদের।'' তাই চুপি চুপি অন্নপূর্ণা ফেলে দেওয়া পুঁইশাকগুলো এনে রান্না করে খাবার সময় তার আনন্দ সহকারে খাওয়া দেখে মা অন্নপূর্ণার চোখেও জল এসে গিয়েছিল। ক্ষেন্তি এই খাওয়ার লোভ সামলাতে পারে নি বলেও বাবাকে সঙ্গে নিয়ে লুকিয়ে মায়ের চোখ এড়িয়ে বরোপোতার বন থেকে মেটে আলু তুলে আনে।

ক্ষেন্তির মধ্যে যেন কোনো রাগ-অভিমান, তাপ-উত্তাপ ছিল না। প্রকৃতির মতই এমন সহ্য সরলতার রূপ। মায়ের রূঢ় কথা সব সময়েই তাকে শুনতে হত, তার মনও খারাপ হত। কিন্তু অতি সহজেই সব ভুলে গিয়ে পিঠে গড়বার সময় মাকে বলতো—''মা, নারকেল কোরা একটু নেবো?'' আবার তার মা যখন ফাল্গুন-চৈত্রমাসে আমসত্ত্ব রোদে দিত তখন কোথা থেকে তার লোভী মেয়েটি দৌড়ে এসে বলতো—''মা বল্‌ব একটা কথা, ঐ কোনটা ছিঁড়ে একটু খানি...।'' এই ক্ষেন্তির প্রতি মায়ের দুর্বলতা তাই একটু বেশি। তাই একদিন কোথা থেকে একটি শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা এনে তার নিজের তৈরী সব্জীবাগানে পুঁতে দিল। মা অন্নপূর্ণা তা দেখে বলে উঠলো—''বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে মরে যাবে।'' মায়ের কথায় ক্ষেন্তি বলেছিল—''কেন, আমি রোজ জল ঢালবো।'' এই জল ঢেলে ঢেলে ক্ষেন্তি একদিন মৃতপ্রায় পুঁইশাকের চারাটিকে বাঁচিয়ে তুলে ছিল। অথচ ক্ষেন্তিকে একদিন চলে যেতে হল পণ প্রথারবলী হয়ে হইলোকের পরপারে। আজ ক্ষেন্তি নেই কিন্তু যেন তারই জীবনরসে ভরপুর হয়ে মাচাভর্ত্তি হয়ে উঠেছে পুঁইশাকের চারাটি, কিছু ডগ্ মাচা থেকে লুটিয়ে পড়ে প্রাণের হাওয়ায় দুল্‌ছে। যেন ''সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।'' লেখক তাঁর মূল ভাবনাকে বাস্তবায়িত করেছেন ক্ষেন্তি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। জাগতিক নিয়মে মানুষ একদিন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়,' কিন্তু তার সৃষ্টি তাকে অমর করে রাখে। ক্ষেন্তির জীবনের লাবণ্যে ভরপুর হয়ে উঠেছে পুঁইগাছের চারাটি। গল্পের মূল বিষয় বা ভাবনাকে ব্যঞ্জিত করেছে 'পুঁইমাচা'।

Scanned with CamScanner